মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও অপর বহু রাষ্ট্রের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এবং দেশ বিদেশের গণ মাধ্যমে মুজিবনগর কে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের প্রথম সরকার কে ‘মুজিবনগর সরকার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কে মুজিবনগর হিসেবে নাম করণ করে রাজধানী ঘোষণার আগে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার অপর কোন শহর, গ্রাম বা স্থানকে কখনোই রাজধানী ঘোষণা করেনি। পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়া কেও নয়।

৩। ২৫ মার্চ রাতে নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর ঘৃণ্য আক্রমণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘাঁটি ছিল চুয়াডাঙ্গা। আমাদের মনে আছে এত দঞ্চলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুষ্টিয়াতে এবং সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে মাদক মামলার ৫ আসামীকে কোর্টে চালান

মেহেরপুর সদর থানার মাদক মামলার ৫ জন আসামীকে কোর্টে চালান দিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশি পাহারায় তাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

আসামীরা হলো, মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার কাজেম আলীর ছেলে মোহাম্মদ রনি(২৫)। এস আই অর্জুন কুমার সরকার অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক রনি ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী।

অন্য আসামীরা হলো, যাদবপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেন এর ছেলে তন্ময়(২৪), জিয়াউর রহমানের ছেলে নাহিদুজ্জামান(২৫), আছেদ আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(২৫), মেহেরপুর শহরের পৌর ঈদগাহ পাড়ার ইউসুফ আলীর ছেলে ইয়াসিন আহমেদ সুমন।

গত বুধবার দিবাগত রাতে পিরোজপুর পুলিশ ক্যাম্প এর আইসি এস আই নিখিল চন্দ্রের নেতৃত্ব অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে মেহেরপুর সদর থানায় আসামীদের হস্তান্তর করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর

ঈদে ৬ জামাত বায়তুল মোকাররমে

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।

১ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো. মিজানুর রহমান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী কাজী মাসুদুর রহমান।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ঈদের দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী হাবিবুর রহমান মেশকাত।
সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা ইসহাক।

ঈদের নামাজের চতুর্থ জামাত সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম। জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মো. শহীদুল্লাহ মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন।

পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১০টায়। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ূর রহমান খান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুল মান্নান।

ঈদুল আজহার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা ১০ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক উপ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুর রাজ্জাক।

ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়নামাজ নিয়ে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের জন্য বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরে যৌন নিপিড়নের অভিযোগে বৃদ্ধ কারাগারে

মেহেরপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আবুল কাসেম(৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গত ২৯ জুলাই আসামী আবুল কাসেমকে আটক করে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামী আবুল কামেস মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর খানপাড়ার মৃত হারু খাঁ’র ছেলে।

ঘটনার বিরনের যানা যায়, সুবিদপুর গ্রামের এক নাবালিকাকে প্রায়ই উত্তক্ত করতো আবুল কাসেম। এরই মধ্যে আবুল কাসেম ঐ নাবালিকা মেয়ের সাথে যৌন নিপিড়ন চালায়। এ ঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে- যার নাং- ৩৪। পরে ওসি(তদন্ত) আমিরুল ইসলাম আসামী আবুল কাসেমকে আটক করে কোর্টে চালান দেন।

ওসি(তদন্ত) আমিরুল ইসলাম জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর গত ২৯ জুলাই অভিযান চালিয়ে আসমী আবুল কাসেমকে আটক করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

ঈদুল আজহার জামাত নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা

পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত আদায় প্রসঙ্গে ১৩ নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ঈদুল আজহার নামাজের জামাত মসজিদে আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়:

– নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামাত আদায় করা যাবে।
– মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।
– বাসা থেকে অজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং অজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে অজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে।
– মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে।
- মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
– ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে অর্থাৎ দুই কাতারের মাঝে এক কাতার খালি রাখতে হবে।
– শিশু, বৃদ্ধ, যে কোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।
– সর্বসাধারণের সুরক্ষার নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মসজিদে জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে।
– করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামদের অনুরোধ করা হয়।
– খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয় এবং পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
– প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কাতার থেকে ফিরলেন ৪১৬ বাংলাদেশি

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন ৪১৬ বাংলাদেশি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করায় কাউকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়নি।

জানা গেছে, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় কাতারে আটকা পড়েছিলেন এ ৪১৬ বাংলাদেশি। দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় তারা দেশে ফিরতে পারছিলেন না। উভয় দেশের সরকারের সহযোগিতায় বিমানের চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা বৃহস্পতিবার দেশে ফেরেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাগেরহাটে ‘বন্দুকযুদ্ধে’

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2022) [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার দিকে তার জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

জাফর আলী ধানখোলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পাঁচ বারের মেম্বর। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি।

ধানখোলা ইউনিয়ন ‘খ’ ইউনিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন জাফর আলী।

তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে গাঁজা বাগান ধ্বংস

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে একটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে পুলিশ। বৃহষ্পতিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম গাঁজা বাগানটির দুই শতাধিক গাঁজা গাছ কেটে ফেলে। এসময় গাঁজা চাষি দুলাল পালিয়ে গেলেও তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জানান, মটমুড়া গ্রামের কাশেমের ছেলে দুলাল তার বসত বাড়ি সংলগ্ন এক বিঘা জমিতে গাঁজা চাষ করছিল। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম বুধবার রাত থেকে ওই বাড়ি বাগান ঘিরে রাখে। টের পেয়ে বাগান মালিক দুলাল পালিয়ে যায়। পুলিশ দুলালের স্ত্রী শেফালি, ছেলে শাকিল এবং মেয়ে শিউলী কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়।

বৃহষ্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও গাঁজা বাগান ধ্বংস করেন।

দুলালের পরিবার জানায়, দুলাল একজন মাছ ব্যবসায়ি। সে ওই জমিতে কি চাষ করেন তারা জানে না। স্থানীয় লোকজন জানান, দুলালের বাড়ি নির্জন জায়গায়। কেউ তার বাড়ির আশে পাশে চলাফেরা করে না। ফলে নির্বিঘ্নে সে গাঁজা চাষ করছিল।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মুরাদ আলী জানান, দুলাল মাছ ব্যবসার আড়ালে

গাঁজা চাষ করছিল। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাত থেকেই দুলালের বাড়ি ও গাঁজা বাগান ঘিরে রাখে। বৃহষ্পতিবার সকালে গাঁজা বাগানের দুশোটিরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে সেগুলো আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়া হয়েছে তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। সম্পৃক্ততা পেলে এদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় চলাচলের প্রধান সড়কে হাটুপানি

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের চলাচলের প্রধান সড়কে এখন হাটুপানি। এতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ জনগন।

স্থানীয় দের সাথে কথা বললে জানান, হালকা বৃষ্টিতেই হাটুপানি হয়ে যায় চলাচলের প্রধান সড়কটিতে। পানি বের হওয়ার ও কোন পথ নেই।

ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছাড়া বের হওয়ার ও কোন উপায় নেই। তবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা।

যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে চরম ঝুঁকি। একটু অসাবধান হলেই পড়তে হবে মরণ ফাঁদের সেই গভীর পুকুরে। এ দিক দিয়ে দুর্ভোগে আছেন সকল প্রকার যানবাহন চালকেরা।

স্থানীয় জাব্বারুল ইসলাম জানান, বাসায় ছোট ছোট বাচ্চা সে নিয়েও আছি বিপদে না জানি কখন ছুটে যায় আর শুনতে হয় বিপদের কথা।

জানু রহমান জানান, নামাজে যাবার রাস্তাটাও তলিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে দুর্ভোগের স্বীকার হচ্ছে মুছল্লিগণ।

এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গ্রামের মেম্বার মহব্বত আলী জানান, কোন বছরেই এমন ঘটনা ঘটেনি এবার ভারীবর্ষণের ফলেই পুকুর ছাপিয়ে রাস্তায় এমন পানি জমেছে। তবে এর জন্য বড় ধরনের ড্রেনেজ ব্যাবস্থার প্রয়োজন। আমি চেষ্টা করবো যত দ্রুত সম্ভব এই কাজের

সমাধান নিয়ে আসার।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, ভারীবর্ষণের ফলে রাস্তার এমন দষা সত্যিই দুঃখ জনক তবে এর ঠিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব এখানে একটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন হলেই জনদুর্ভোগ লাঘব হবে।